ভোরের কাগজ ২৫

তারিখ ... JUN. 25 1999
পৃষ্ঠা: ৫ কলাম ৩

দুর্নীতির অভিযোগে বাঁশখালীর ১৮টি স্কুলে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি স্থগিত

বাঁশখালী থেকে উজ্জ্বল বিশ্বাস : বাঁশখালীতে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ভেঙে যেতে বসেছে। বিভিন্নমুখী অপকৌশল বন্ধ করতে না পেরে শিক্ষা প্রশাসন শেষ পর্যন্ত ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 'খাদ্য শস্য বিতরণ' কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রেখেছে। অপরদিকে দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম্য এবং শিক্ষা প্রশাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার অভাবে দরিদ্র প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, '৯৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে উপকূলীয় তিনটি ইউনিয়ন গণ্ডামারা, বাহারছড়া এবং খান খানাবাদে দফায় দফায় সরকারি, বেসরকারি এবং স্যাটেলাইট আওতাভুক্ত ৪২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষার কথা বিবেচনা করে বর্তমান সরকারও তা কার্যকর রাখেন। এই কর্মসূচি চালু থাকলেও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে পুঁজি করে সঙ্ঘবদ্ধ দালালচক্র বিভিন্ন ফাঁদ পেতে ছাত্রছাত্রীদের গম বিতরণের বদলে গমের অধিকাংশই তাদের ঘরে নিয়ে যায় বলে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী থানা প্রশাসনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি তদন্ত করে ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গম বিতরণ কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ পায়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম ছাত্রছাত্রী অথচ গম আত্মসাতের ফাঁদ পেতে হাজিরা খাতায় অনেক ভুয়া ছাত্রছাত্রীর নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নিয়ম মতো শতকরা ৮৫ ভাগ ছাত্রছাত্রীর বাধ্যতামূলক উপস্থিতি, বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় শতকরা ১০ ভাগ ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ কিছুই মানা হয়নি। অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি এই ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গম আত্মসাতের ভাগাভাগি নিয়ে স্কুল শিক্ষক ও স্কুল কমিটির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়ার কারণে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গম বিতরণ বন্ধ রয়েছে।

বাঁশখালী থানায় ১১০টি সরকারি, ২৭টি বেসরকারি, ১০টি কমিউনিটি, ১০টি স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, বাঁশখালী থানায় খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। এলাকাবাসী জানান, তদন্ত হলে এর অর্ধেক ছাত্রছাত্রীও আছে কিনা তা ধরা পড়বে। সাজানো নিয়মে হাজিরা খাতা তৈরি করে এই গম উত্তোলন করা হয় বলে তারা জানান।

অপরদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গম বিতরণ কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপকূলীয় জনসাধারণ তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার বালে মাছ ধরার কাজে লাগাচ্ছে। এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, জেলেরা সাত-আট বছরের ছেলেমেয়েকে মাছ বাছাই কাজে দৈনিক ২০-২৫ টাকা পর্যন্ত দেয়। কম পারিশ্রমিকের এসব শিশু শ্রমিকের চাহিদাও বাড়ছে দিন দিন।